EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টির বক্তৃতা

চতুর্থ 'ডি': ডিসেন্ট্রালাইজেশন বা বিকেন্দ্রিকরণ

চট্টগ্রাম, ৪ঠা নভেম্বর -- যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টি আজ চট্টগ্রামের চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিতে নিম্মোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন।

(বক্তৃতা শুরু)

জনাব সভাপতি, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সদস্যবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ: আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আজ এখানে আসতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। প্রায় সাত মাস হল আমি বাংলাদেশে এসেছি। এর মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগে এটি আমার তৃতীয় বারের মত আসা। যতবার চট্টগ্রামে এসেছি ততবারই আমি উদ্দীপিত বোধ করেছি এবং এই প্রাণোচ্ছল বন্দর নগরীর প্রাণশক্তি আমি অনুভব করেছি। চট্টগ্রামে এবার আমার বিশেষভাবে ভালো লাগছে কারণ যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর একটি জাহাজ এখন এখানে নোঙর করেছে। আমাদের দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের এটি একটি স্পষ্ট নিদর্শন।

আমি জানি আপনাদের অনেকেই এর আগে আমাকে 'থ্রি ডি' সম্পর্কে বলতে শুনেছেন। যারা শোনেননি তাদের জন্য বলছি, 'থ্রি ডি' বা তিনটি 'ডি' আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের তিনটি স্তম্ভকে তুলে ধরে: গণতন্ত্র, উন্নয়ন এবং সন্ত্রাসবাদ প্রত্যাখান। যেহেতু আজ যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনের দিন, সেহেতু আজকে আমি আমার সময়ের অনেকটাই গণতন্ত্র সম্পর্কে এবং আমার দেশে গণতন্ত্রের চর্চা কিভাবে হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করব। পরবর্তীতে আমি আপনাদের বিবেচনার জন্য চতুর্থ 'ডি'-এর ব্যাপারে পরামর্শ দেব। এই 'ডি' দিয়ে বোঝাবে ডিসেন্ট্রালাইজেশন (Decentralization) অর্থাৎ বিকেন্দ্রিকরণ। গণতন্ত্রের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল বিকেন্দ্রিকরণ যেমনটি যুক্তরাষ্ট্রে চর্চা হয়।

শুরুতেই আমি আপনাদেরকে আহবান জানাচ্ছি আমার সাথে আমার দেশের ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা উদযাপন করতে। চৌঠা নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন। আমার স্বদেশী নাগরিকরা আজ নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে ভোট প্রদানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আজ ইতিহাস রচিত হবে যখন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ আমাদের প্রথম আফ্রিকান আমেরিকান প্রেসিডেন্ট অথবা আমাদের প্রথম মহিলা ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে।

এসব প্রার্থীরা আমাদের জন্য শিক্ষণীয়: আমেরিকার নতুন নেতৃত্ব কোত্থেকে উঠে আসে? বারাক ওবামা এ্কজন সমাজকর্মী হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। অবশেষে তিনি ইলিনয় থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর নির্বাচিত হন।

সারাহ পেলিন নিজেকে একজন সাধারণ মনোযোগী মা হিসেবে অভিহিত করেন। এ দিয়ে তিনি বোঝাতে চান যে তিনি এমন একজন মা যিনি নিজের সন্তানদের ব্যাপারে এতই যত্নশীল যে এর জন্য তিনি স্থানীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তার ছোট্ট শহরের মেয়র নির্বাচিত হবার পর তিনি স্বল্প জনসংখ্যা অধ্যুষিত আলাস্কা অঙ্গরাজ্যের গভর্নর নির্বাচিত হন।

বারাক ওবামা এবং সারাহ পেলিন উভয়েই তৃণমূল পর্যায় থেকে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন, যেখানে তারা শেখেন যে গণতন্ত্রে রাজনীতির অর্থ হল মানুষের সেবা করা।

আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি স্থানীয় সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের কেউ কেউ হয়ত শুনেছেন আমি আমার বাবা সম্পর্কে কথা বলেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে তিনি কলেজে লেখাপড়া করতে পারেননি। যুদ্ধে যোগদান শেষে তিনি আমার নিজ শহরে ফিরে আসেন এবং ৩০ বছর সেখানকার ডাকঘরে কাজ করেন। অবসর নেবার পর আমার বাবা ম্যাসাচুসেট্স অঙ্গরাজ্যের রাজ্যসভায় একজন প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হন। তিনি আমার নিজ শহর এবং অন্য পাঁচটি গ্রামের প্রতিনিধিত্ব করেন, যার জনসংখ্যা ৪০ হাজার।

আমার বাবা স্থানীয় পর্যায়ের সরকারের ব্যাপারে আমাকে একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা দেন। আমি দেখেছি তিনি দিনে ১৪ ঘণ্টা কাজ করতেন। তার এলাকার লোকদের কথা তিনি শুনতেন, তাদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতেন এবং তাদের জন্য সরকারি সেবা নিশ্চিত করতেন। তিনি কখনই কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (জানাযা) অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকেননি। কিন্তু এর চেয়ে বড় ব্যাপার হল তার আসনের লোকেরা জানত তাকে কোথায় পাওয়া যাবে এবং তাদের আস্থা ছিল যে তিনি তাদের স্বার্থরক্ষায় কাজ করবেন। আমার মতে এটিই হল গণতন্ত্রের সারকথা এবং আমার দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় শক্তিগুলোর অন্যতম একটি।

আমার বাংলাদেশি বন্ধুদের সাথে কথা বলে আমি জানতে পারি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এখানে এবং সারাবিশ্বেও ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করে। বাস্তবিক অর্থে এই যাত্রায় চট্টগ্রামে আমি কেবল অল্প সময়ই

কাটাতে পারব। কারণ আগামীকাল সকালে আমাদের নির্বাচন উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করতে আমাকে ঢাকায় ফিরে যেতে হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে অনেক কথাই বলা হয়েছে এবং লেখা হয়েছে। সিনেটর ম্যাককেইন অথবা সিনেটর ওবামা বিজয়ী হলে কি কি হতে পারে সে ব্যাপারেও অনেক কথা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস নির্বাচন নিয়েও অনেক কথা হয়েছে, যা আজ অনুষ্ঠিত হবে। আঠারোই ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচন নিয়েও এখানে অনেক কথা হচ্ছে।

আসন্ন নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কে নির্বাচিত হবেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ। আজ থেকে ১০, ২০ বা ৩০ বছর পর এদের জায়গায় কারা আসবেন সেটাও কিন্তু সমান গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্টরা আজ হয়ত অঙ্গরাজ্য প্রতিনিধি, মেয়র বা কংগ্রেসপারসন হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এসকল ব্যক্তি তাদের বর্তমান পদে সেবাদান করবেন। তাদের সেবাদানের মানের ওপর ভিত্তি করে তাদের শহর, কাউন্টি বা অঙ্গরাজ্যের জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে এসব ব্যক্তি উচ্চপদে সেবাদানের অধিকার অর্জন করেছেন কিনা। যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র কেবল জাতীয় পর্যায়েই চর্চা করা হয় না, বরং স্থানীয় পর্যায়েও চর্চা করা হয়।

আমেরিকান হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি যে সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত যতো দূর সম্ভব সর্বনিম্ন পর্যায়ে। অবশ্যই নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব জাতীয় সরকারকেও পালন করতে হয়। আমাদের দেশের প্রথম বছরগুলোতে আমেরিকানরা উপলব্ধি করে যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে অথবা বাকি বিশ্বের সাথে আমাদের সম্পর্ক পরিচালনা করতে আমাদের দরকার শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান।

তবে আমাদের সংবিধান রচয়িতারা এটাও বুঝতে পারেন যে ফেডারাল সরকারের হাতে এত বেশি ক্ষমতা থাকলে সেটারও বিপদ আছে। তারা বিশ্বাস করতেন যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই আমেরিকার শক্তি সবচেয়ে ভালোভাবে সংরক্ষিত হবে শক্তিশালী স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।

কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থাই নিখুঁত নয়, আর দু'টি সমাজও হুবহু এক নয়। বাংলাদেশের জনগণকে তাদের নিজেদের দেশের ভবিষ্যৎ নিজেদেরকেই নির্ধারণ করতে হবে। একই সাথে তাদেরকে এটাও ঠিক করতে হবে যে তাদের গণতন্ত্রের ধরন কেমন হবে।

আপনারা অনেকেই জানেন যে সাত মাস হয়ে গেল আমি বাংলাদেশে এসেছি। এই সাত মাসে আমি অনেককে বলতে শুনেছি ঢাকায় কি পরিমাণ ক্ষমতা নিহিত। চট্টগ্রামের অনেকেই মনে করেন এটি শাসন ব্যবস্থার জন্য এটি মারাত্মক অন্তরায়। বছরের পর বছর বাংলাদেশিরা চিন্তা করে এসেছে যে প্রতিটি সমস্যারই সমাধান

করতে হবে ঢাকায়। এই সুযোগ কেবল ঢাকায়ই বিদ্যমান। ঢাকায় বসে জাতীয় নেতারা বিশেষ করে রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী সব সমস্যার সমাধান করবেন।

এর ফলে বছরের পর বছর ধরে আরো বেশি ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত হয়েছে ঢাকায়। সংসদ সদস্যরা মনে করে এসেছেন যে এলাকার প্রয়োজনের ব্যাপারে কেবলমাত্র তারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা ঢাকা থেকে তাদের আদেশ গ্রহণ করেছেন। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোও রয়ে গেছে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অনুন্নত।

কিছু কিছু বিচক্ষণ বাংলাদেশি আমাকে বলেছেন কিছুটা রাজনৈতিক ক্ষমতা ঢাকা থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত, কারণ এতে করে গণতন্ত্র আরো শক্তিশালী হবে, সবচেয়ে অভাবগ্রস্ত মানুষটির কাছে প্রাচুর্য পৌঁছে যাবে, সহিংস চরমপন্থা পরাজিত হবে, বাংলাদেশের সম্ভাবনা বিকশিত হবে। আর এসব প্রয়োজন মেটানো এবং আরো অনেক কিছুর জন্য অবশ্যই বিকেন্দ্রিকরণ শুরু করতে হবে।

আবারো বলছি, বাংলাদেশিরাই সিদ্ধান্ত নেবে কোন্ ধরনের গণতন্ত্র বাংলাদেশের জন্য উপযোগী হবে। ১৮ই ডিসেম্বরের সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের গণতন্ত্রের পথে একটি বড় পদক্ষেপ। তেমনিভাবে ২৮ ডিসেম্বরের উপজেলা নির্বাচনও বাংলাদেশের গণতন্ত্রের পথে একটি বড় পদক্ষেপ হতে পারে যদি বাংলাদেশের জনগণ সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা জনগণের দ্বারা স্বাধীনভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে একটি কার্যকর স্থানীয় সরকার কাঠামো গড়ে তুলতে চায়।

যদি এটি করা যায়, তাহলে নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যানরা তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র বিনির্মাণে অনেক কিছুই করতে পারেন। আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল উপজেলা নির্বাচন বাংলাদেশের আগামী প্রজন্মের রাজনৈতিক নেতা সৃষ্টিতে সাহায্য করতে পারে। তবে আবারো বলছি, এসব সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের জনগণকেই নিতে হবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র স্থানীয় সরকার শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নানা কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদান করেছে। যে সব ক্ষেত্রে আমরা সহায়তা করেছি সেগুলোর মধ্যে আছে মৌলিক জনসেবা দিতে স্থানীয় সরকারের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা, স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টি করা এবং স্থানীয় সম্পদের স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। ঘূর্ণিঝড় সিডর বিধ্বস্ত এলাকায় আমরা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করে যাব পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে যাতে উন্নয়ন ও পুনর্গঠন কর্মসূচিতে তাদের প্রয়োজন প্রতিফলিত হয়।

স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেসব উদ্যোগ হাতে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র তাকে স্বাগত জানায়। এসকল সংস্কার বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্র পরবর্তী সরকারের সাথে কাজ করবে বলে আশা করে। আমি

উৎসাহিত যে বড় দুই দলের জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ বারবার স্থানীয় পর্যায়ে গণতন্ত্র শক্তিশালী করতে আমার কাছে তাদের অঙ্গীকারের কথা জানিয়েছেন।

স্থানীয় পর্যায়ে শাসনব্যবস্থা উন্নয়নে আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনায় ভূমিকা রাখার জন্য আমি আপনাদেরকে আহবান জানাই। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের গণতন্ত্র শক্তিশালী করার জন্য যারা আলোচনা করছে তাদের সাথে আপনাদের সুর মেলানো অবশ্যই দরকার।

পরিশেষে আমি আপনাদেরকে আবারো ধন্যবাদ জানাতে চাই এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আজকের অনুষ্ঠান আয়োজন করতে সাহায্য করায় আমি আমার বন্ধু ইউসুফ হারুনকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালক হিসেবে চট্টগ্রামের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সু-ব্যবস্থাপনাপূর্ণ বন্দর, বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর ভূমিকা এবং চট্টগ্রামে অবস্থিত শিল্পকারখানাগুলোর অবদান -- সবকিছুই চট্টগ্রামের ভূমিকা স্পষ্ট করে তোলে। চট্টগ্রামে এটি আমার তৃতীয় সফর, কিন্তু আপনাদেরকে আশ্বস্ত করছি এটি আমার শেষ সফর নয়, বা চট্টগ্রাম চেম্বারের সাথেও আমার শেষ সাক্ষাৎ নয়।

আমার বক্তব্য এখানেই শেষ। এবার আমি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।

==========

 # বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত

জিআর/ ২০০৮

দ্রষ্টব্য: *এই ভাষণের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *ওয়েবসাইট: dhaka.usembassy.gov) যোগাযোগ করুন।*